

سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি ।

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ②

৩। পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুনঃ উৎসনাকারী আশ্বাস কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবস অবশ্যস্বাবী)।

وَلَا أَقْسِمُ بِالْغَيْبِ الْكَوَامَةِ ③

৪। মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না ?

أَحْسِبُ الْإِنْسَانَ أَكُنْ تَجْمَعُ عِظَامَهُ ④

৫। না, বরং আমরা তাহার আস্থনের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম ।

بَلَىٰ فَيُدْرِنُهُ عَلَىٰ أَنْ تَسْوَىٰ بَنَانَهُ ⑤

৬। তথাপি মানুষ অনবরত তাহার সম্মুখে পাগাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে ।

بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِفُجْرٍ آمَامَهُ ⑥

৭। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে ?'

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ ⑦

৮। অতএব যখন চক্ষু খলসাইয়া যাইবে,

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑧

৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে,

وَحُصِفَ الْقَمَرُ ⑨

১০। এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে,

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑩

১১। সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায় ?'

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرَقُ ⑪

১২। কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই !

كَلَّا لَا وَزَرَ ⑫

১৩। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে ।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑬

১৪। সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্র প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে ।

يُنْفَخُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ⑭

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সমাক
অবহিত,

بَلَى الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না
কেন।

وَلَا أَنفَىٰ مَعَاذِيرُهُ ۝

১৭। (হে নবী!) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়াতে
আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও
না।

لَا تُخَوِّزْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

১৮। নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া ওনাইবার
দায়িত্ব আমাদের উপর।

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ۝

১৯। অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহা
পাঠের অনুসরণ করিও।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

২০। অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব
আমাদের উপর।

ثُمَّ إِنِّي عَلَيْهِنَا بَيِّنَاتٌ ۝

২১। কখনও না, বরং তোমরা হরিৎশ্রুতা (পার্থিব)
নেয়ামতকে ভালবাস;

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

২২। এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

২৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উৎফুল্ল হইবে,

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝

২৪। স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে;

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

২৫। এবং কতক মুখমণ্ডল বিষন্ন হইবে,

وَوُجُودٌ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ۝

২৬। তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড
ভঙ্গকারী শাস্তি দেওয়া হইবে।

تَنْظُرْنَ أَن يُغْفَلَ بِهِنَّ ۝

২৭। কখনও না, যখন প্রাণ-বান্ধ কঠদেশ পর্যন্ত পৌছিয়া
যাইবে,

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِيَ ۝

২৮। এবং বলা হইবে, (‘তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন
ষাড়ফুক প্রদানকারী আছে কি?’

وَقِيلَ مَنْ شَرَّاقِي ۝

২৯। এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত
উপস্থিত হইয়াছে,

وَكُلٌّ أَتَتْهُ الْفَرَاقِي ۝

৩০। এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর
নলির সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।

وَالنَّفَقَتِ السَّائِي بِالسَّائِي ۝

১
[৩৯]
১৭

৩১। সেই দিন তোমার প্রতিপালকর দিকে হাঁকাইয়া চাইয়া যাওয়া হইবে।

يَا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ ۝

৩২। কেননা সে (সত্যের) তসদীকও (সত্যায়নও) করিল না এবং নামাযও পড়িল না;

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝

৩৩। বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল;

وَلَكِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

৩৪। অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনদের নিকট গর্বভরে গমন করিল।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝

৩৫। (হে মানুষ) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ।

أَوَّلَىٰ لَكَ ثَأْلَىٰ ۝

৩৬। পুনরায় (বলিতেছি) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ।

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ ثَأْلَىٰ ۝

৩৭। ইনসান কি মনে করে যে, তাকে বল্লাহীনভাবে বৃথা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝

৩৮। সে কি (এক সময়ে) এমন গুরু-বীর্যের বিদ্যুৎ ছিল না যাহা (মাতৃগর্ভে) নিষ্কিষ্ট হয়?

أَمْ لَيْكَ لُطْفَةٌ مِّنْ رَبِّي يُبْنَىٰ ۝

৩৯। অতঃপর উহা এক আঁঠাল জমার রক্তপাতে পরিণত হয়, তৎপর (উহাকে) তিনি আকৃতি দান করেন, অতঃপর তিনি (উহাকে) পরিপূর্ণতা দান করেন।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَعَلَىٰ لَسْوَىٰ ۝

৪০। অতঃপর তিনি উহা হইতে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করেন— নর ও নারী।

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَوَّ وَالْأُنثَىٰ ۝

২
[৪০]
১৮

৪১। তথাপি কি এইরূপ এক অস্তিত্ববান (আল্লাহ) মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

يَا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝